সময়মতো পাঠ্যবই পাওয়া চাই

ড. মো. রফিকুল ইসলাম

গত ১৫ বছর ধরে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপিয়ে তা বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। এবার অবশ্য নতুন বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দেওয়া নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর কারণ ৫ আগস্টের পর ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে বিগত সরকারের পতনের পর তাদের বিতর্কিত কারিকুলাম বাতিল করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এজন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজটি বিলম্বিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, জুনে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর টেন্ডার হলেও জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের ফলে সেপ্টেম্বরে তা বাতিল করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কারণ বিগত সরকারের বিতর্কিত কারিকুলাম বাতিল করে নতুন কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে সরকার পুরোপুরি পুরোনো কারিকুলামেও ফিরে যায়নি। এখানে দুটি কারিকুলাম থেকে সমন্বয় করে নতুন করে সিলেবাস প্রস্তুত করা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত কারিকুলাম-সম্পর্কিত কমিটি গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের রিভিউকৃত পাঠ্যপুস্তকগুলোর তালিকা অনুমোদন দিয়েছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের কারিকুলামে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আনা হচ্ছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা সাহিত্যের পাঠের সংকলনে। বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে আঁকা গ্রাফিতিকে বেছে নেওয়ার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাংলা, ইতিহাস, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ের মতো কিছু বইয়ের প্রচ্ছদে বা বইয়ের কোনো কোনো অংশে এসব গ্রাফিতি বা দেওয়ালে আঁকা ছবি যুক্ত করা হবে।

বই বিতরণ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এ বছর সময়মতো পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা খুবই আন্তরিক। বইয়ের গুণগতমান নিয়ে কোনো আপস

করা হবে না। কোম
শুরুতে সব নতুন বই
থেকে আপ্রাণ চেষ্টা
পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের
মধ্যে ৯০ ভাগ আর
সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত
জরুরিভিত্তিতে ১
সেনাবাহিনীকেও দায়িত্ব
বইয়ের মধ্যে ভুল-ত্রুটি
ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে
মনোযোগী হতে হবে
কার্যক্রম বছরের মাঝা
দিকে করলে তাতে
সম্ভব। এতে কোমলমতি
উপকৃত হবে। সর্বোপ
যদি নির্ভুল, গঠনমূল
পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা
ক্ষেত্রে আরও বেশি অ
তারা দেশ ও জাতি
পারবে।

গ্রন্থাগার বিভাগের
বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম